মাতাল তুষার এবং ভ্যালেন্টাইনস ডে

শুজা রশীদ

পর পর দু'বছর টরন্টোতে বসে শীত কাকে বলে একরকম ভুলতে বসেছিলাম। গ্রীনহাউজ ইফেক্ট হোক আর এল নিনো কিংবা লা নীনার কেরামতীই হোক, হঠাত করে টরন্টো থেকে ঠান্ডা, তুষার, বরফ সব যেন উধাও হবার জোগাড় হয়েছিলো। সত্যি কথা বলতে কি তাতে আমাদের বয়স্কদের বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না। শিশুরাই হা পিত্যেষ করে মরছিলো। তাদের তো আর ড্রাইভ ওয়ে থেকে তিন ফুট তুষার চেছে চেছে তুলতে হয় না। তুষারে লম্ফ ঝম্প করে খেলে টেলেই তাদের মহা আনন্দ। তেল বের হয় তাদের অভিভাবকদের। তবে এটাও ঠিক তথাকথিত ছয় মাস শীতের ঋতুতে যদি ঠান্ডা না পড়ে এবং তুষারে চারদিক অন্তত বার কয়েক সয়লাব না হয়ে যায় তাতে ওন্টারিওর সমস্যা হয়। ব্যবসা বানিজ্য কমে যায়। এখানকার স্কি রিসোর্টগুলোর ব্যবসায়ে ঘাটতি পড়ার অর্থ আমাদের অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়ে। গত দুই বছরের নাই-শীতের পর এবারের ঠান্ডা ফান্ডার প্রকোপ দেখে সবাই খুশী। ব্যবসা নাকি তুঙ্গে। ভালো। সমস্যা একটাই, দু'ই ফোঁটা তুষার পড়লেও রাস্তায় বিশাল যানজট লেগে যায়। সেই দু'ই ফোঁটা যদি দু'ই ফুটে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে পরিণতি যে কি ভয়াবহ হবে তা সহজেই অনুমেয়। ক'দিন আগে সেটাই হল। আড়াই ঘন্টা রাস্তায় কাটাতে হলো অফিস থেকে ফিরতে গিয়ে। চারদিকে তুষারে, বরফে বিতিকিচ্ছির কান্ড। বাঁ দিকে একটা খাবি খাচ্ছে তো ডান দিকে একটা তেরেকাছি মেরে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, সামনে পেছনে কোন দিকেই যায় না। মানুষজনের যদি কোন কান্ডজ্ঞান থাকে? এই আবহাওয়ায় তোমাদের বের হবার এমন কি দরকার পড়লো?

যাইহোক রাস্তায় আড়াই ঘন্টা কাটিয়ে যাওবা বাসায় ফেরা গেল, ড্রাইভ ওয়ের সামনেই কাটায় কাটায় দু'ই হাত উঁচু তুষার জমে থাকতে দেখেই ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠলো। ব্যাটা স্নো ক্লিনিং ট্রাকগুলোর কান্ড। রাস্তার সব স্নো ঠেঙ্গিয়ে এনে মানুষের ড্রাইভ ওয়ের সামনে ঠেলে দিয়ে সটকে পড়েছে। দেড় ঘন্টা গেল সেই বরফ আর তুষারের স্তুপ পরিষ্কার করে ড্রাইভ ওয়েতে গাড়ী ঢোকাতে।

যাক, তুষার ঝড়ের ফ্যাকড়া কদিন পর কেটে গেল। যখন ছিলো না তখন আফসোস করেছি, যখন এসেছে তখন মনের আশ মিটিয়ে গালাগাল দিয়েছি।

ভ্যালেন্টাইন ডে আসছে। প্রতি বছর এক হাজার একটা প্ল্যান করি। হাজার হোক বউকে খুশী করার মধ্যে ভালো বই মন্দ কিছু নেই। সোনার কাঠি রুপার কাঠি যার হাতে তাকে একটু তেলিয়ে রাখার মধ্যে হীনতার কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা হল শুধু চিন্তায় তো আর খই ভাজে না। কষ্ট করে দোকানে যেতে হয়, খুঁজে পেতে সুন্দর কিছু কিনতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। অলসতা হাড্ডিতে নেই কিন্তু দোকানে যাবার প্রসঙ্গ উঠলেই মনটা তেতো হয়ে ওঠে। ফলাফল বরাবরই একইরকম। ভ্যালেন্টাইন্স ডে তে শেষ মুহূর্তে দোকানে ঢুঁ মেরে দশ টাকার ফুল বিশ টাকায় কিনে এনে দন্ত বিকশিত একটা ভেটকি দিয়ে বধুর হাতে গুজে দিয়ে দায়িত্ব সেরে ফেলি। গৃহিণী যে তাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হন তা নয় তবে একেবারে ক্ষিপ্তও হন না। সব বছর আবার সেটাও স্মরণ থাকে না কিনা। এবার বদ্ধপরিকর ছিলাম ঝড় বৃষ্টি তুষার যাই হোক অভিনব কিছু একটা করতেই হবে। স্বভাব মত এটা সেটা করতে করতে আগের রাতে গিয়ে ঠেকলো, প্রস্তুতি কিছুই নেয়া হল না। ফন্দী এটেছিলাম এবার গৃহিণীকে আমার হাতের মোক্ষম রান্না খাইয়ে একেবারে কুপোকাত করে দেব। ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ বৃহষ্পতিবার। কাজ থাকবে। বাজার ঘাট যা করার আগের দিন রাতেই সারতে হবে। রাত সোয়া আট্টায় নিক্টস্থ চাইনীজ গ্রোসারী স্টোরে সপুত্রক হানা দিলাম। তাদের দোকানে তালা লাগবে সাড়ে আটটায়। পনেরো মিনিটে বাজার সেরে শুধুমাত্র ঘাড় ধাক্কা খেতে বাকী রেখে হাসি মুখে দোকান ছাড়লাম। যাক, এই পর্ব শেষ। গৃহিণিই বাজার সরকার থেকে শুরু করে আয়া, বুয়া, বাবুর্চি জাতীয় সকল ধরণের দায়িত্ব পালন করে থাকেন কিন্তু ভ্যালান্টাইন্স ডে'র বাজার তিনি করবেন না বলে স্রেফ জানিয়ে দিয়েছেন। তার ইজ্জতে লাগে। ভ্যালেন্টাইন যদি নিজেই তার সম্মানে দেয়া ভোজনের সওদা করে তাহলে গৃহস্থের কাজটা কি? তার আশংকা রন্ধন শিল্পে আমার যে ব্যুতপত্তি তাতে শেষ পর্যন্ত হয়তো এই পুরো ব্যাপারটা তার স্কন্ধেই চাপবে।

পরদিন ফিরতি পথে আবার দু' পশলা তুষার পড়ে কেলেংকারি হবার জোগাড় হল। রাস্তা ঘাট আবার ক্যাচাং করে পেচিয়ে গেল। হাটি হাটি পা পা শুরু হয়ে গেল ফ্রি ওয়েতে। বাড়ী ফিরতে ফিরতে ডিনার টাইম। গৃহিণী চোখ ছোট ছোট করে নিরীক্ষন করলেন। "আজ কি খাওয়া টাওয়া হবে?"

আমার দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্রের এই জাতীয় ব্যাপারে আগ্রহের স্বল্পতা কোণ মিটারেই ধরা পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই কিন্তু সপ্ত বর্ষীয় কন্যার আগ্রহ এবং উদ্দীপনার অফুরন্ত প্রবাহ ধরবার মত যন্ত্র এখনও আবিষ্কার হয় নি। তাকে নিয়েই এই দুরুহ যাত্রায় নামি। গৃহিনী সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে ঠোঁটের ডগায় সেই যে একটা বক্রিম হাসি ঝুলিয়ে টিভি দেখতে লেগে গেলেন তাতেই বোঝা গেল রান্নাঘরে তুফান হয়ে গেলেও তিনি সেদিকের ছায়াও মাড়াবেন না।

যাই হোক, দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা অবিরাম ঘটনা দুর্ঘটনা, পুত্র কন্যার সমবেদনা-মর্ম পীড়া ইত্যাদির ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত খানা একটা দাঁড় করানো গেল। গৃহিনী দয়াপরবশ হয়ে একখানা সুন্দর শাড়ী পর্যন্ত পরে এসে একেবারে সাক্ষাত ভ্যালেন্টাইনের ভুমিকায় বসে গেলেন। ছবি

টবি তুলে বেশ মজা করে ভোজন পর্ব শুরু হল। রাধুণি হিসাবে অখ্যাত হলেও টেবিল পর্যন্ত যে গুলোকে এনে তোলা গেল তারা নিরাশ করলো না। বহু বছর পর একখানা মনের মত কাজ করা গেল।

দুঃখের সময় সুখী মানুষের কথা মনে পড়ে। সুখের সময় নানা দুর্বিপাকে পড়ে আছে যারা তাদের কথা মনে পড়ে। দু'দিন আগে ঘনিষ্ট বন্ধু নোমানের সাথে আলাপ হচ্ছিলো। তার টিন এজ মেয়েটাকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছে। মেধাবী, বুদ্ধিমতি মেয়ে কিন্তু সঙ্গ দোষে নাকি পরিবেশের প্রেরণায় হঠাত ভয়ানক স্বাধীনতাকামী হয়ে পড়েছে সে। বাবা মায়ের ভালোবাসার চেয়ে বান্ধবীদের সংগ হয়ে পড়েছে অধিকতর মুল্যবান। যখন তখন বাসার বাইরে চলে যায়, ক্লাশ ফাকি দেয়, প্রশ্ন করলে কোন উপযুক্ত জবাব পাওয়া যায় না, ঝগড়া ঝাঁটি হয়। বন্ধুকে দেখে খুব তটস্থ মনে হয়েছে। খাবার টেবিলে বসেও সেই চিন্তা মাথায় চলে এলো। গৃহিণির সাথে এক পর্যায়ে তা নিয়ে আলাপও হয়। শুধু এই দেশের আর সমাজের দোষারোপ করতে তিনি আগ্রহী নন। বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর সমাজিক অনুশাষনের ভেতরেও নাকি পশ্চিমীয় উন্মুক্ততার ছোয়া দীর্ঘদিন ধরেই লেগেছে। সময়ের সাথে সাথে প্রযুক্তি, সামাজিক অবকাঠামো এবং পৃথিবী ব্যাপি যোগাযোগের সহজলভ্যতার কারণে অতীতের প্রতিষ্ঠিত ধারার পরিবর্তন একই সাথে অগ্রসর হয়েছে সকলখানে – পুর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিন বলে কিছু নেই। সুতরাং এখানকার তরুণ তরুণীদের অপরাধ কি? দীর্ঘকাল দেশে যাওয়া হয় না। গৃহীনীর যাতায়াত আছে। তার কথাই মেনে নিতে হয়।

নিজ পুত্র কন্যাকে নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়ি। ঝট করেই কেমন করে সবাই বড় হয়ে যায়। এতো সুখ দুঃখ আর ছোট ছোট আনন্দময় সব স্মৃতি বিজড়িত এই দিনগুলোর ভেতর দিয়ে কি পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছি কে জানে। আধুনিক সামাজিক উন্নয়নশীলতা আমাদেরকে দিয়েছে প্রগতির চাবি কিন্তু আশঙ্কা হয় হয়তো একইসাথে তা শিথিল কর দিচ্ছে সহজ সুন্দর পারিবারিক শ্বাশ্বত বন্ধনের দৃঢ়তা। ভাবতেও ভয় হয় একদিন এই শিশু দুটির কাছে আমাদের চেয়ে মুল্যবান হয়ে উঠবে তাদের বন্ধুদের ক্ষনস্থায়ী বন্ধুত্বের দাবী।

যা হবার হবে। ভালোবাসা ও ত্যাগ তিতিক্ষা দিয়ে গড়া সংসারে যদি সেই অকৃত্রিম বন্ধনের মর্যাদা না থাকে তাহলে আর সংসার ধর্মের মুল্য কি?

ভ্যালেন্টাইন্স ডে এক ভালোবাসার দিন, প্রিয়জনের সাথে বন্ধনকে নবায়ন করবার আরেকটি সুযোগ। ভোজন পর্ব শেষে সুস্বাদু বানানা আইসক্রিম পরিবেশন করে সবাইকে মোহিত করে দিয়ে একটি চমৎকার সময়ের যবনিকাপাত টানি।